

এতটুকু ছোঁয়া

ডা: মল্লিকা বিশ্বাস

ভালোলাগা থেকেই ভালোবাসা। আর ভালোবাসা যদি চিরন্তন হয়, আবেগহীন হয়; তবে মননচর্চায় প্রিয়জনদের ছুঁতে মন চায়। প্রিয়জন যদি মা?বাবা, ভাইবোন, সন্তান, বন্ধু, স্বামী হয় তখন তো কথা আর ফুরাতে চায় না। ভাবি, এতে কতটুকুই বা ছোঁয়া যায়? 'এতটুকু ছোঁয়া'য় ভালোলাগার বিষয়গুলো ভালোবাসায় সিন্ত করার প্রয়াস।

উৎসর্গ
মাগো
তোমাকে

আমার কথা

কবিতা না লিখলে কবি হওয়া যায় না- এটা একটা প্রথাগত ধারণা। আমি কেনো কবিতা লিখি তার কৈফিয়ত দেওয়াও তো প্রয়োজন। আমি কবিতা লিখি প্রথমত নিজের আনন্দের জন্য। আমি মনে করি- কবিতায় মুখের না বলা কথাগুলো বলা যায়, কবিতার মাধ্যমে আপনজন বা প্রিয়জনকে ছোঁয়া যায়। 'এতটুকু ছোঁয়া' কাব্যগ্রন্থে আমি বাবা-মা, ভাইবোন, সন্তান, বন্ধু, প্রাণের মানুষকে নিজের যাপিত প্রেরণায় আমার মতো করে ছুঁয়েছি। এ আনন্দ শুধুই আমার। আমার মনে হয়েছে, আমি সমাজ-সংসার বা পরিবারেরও একজন। আমি কি অনেকের প্রতিনিধি হতে পারি না? আমার মতো যারা সমাজ-সংসার বা পরিবারে আছেন, তাদেরও তো আপনজন বা প্রিয়জন আছে। আমি তাদের হয়েও কবিতায় সে অনুভূতির কথা বলতে চেয়েছি। তা কতটুকু বলতে পেরেছি, কতটুকু কবিতা-অবয়বে মূর্ত হয়েছে অবশ্যই পাঠক তা বিচার করবেন। কবিগুরুর ভাষায় বলতে চাই- 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে। সে আছে বলে আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।' বলতে দ্বিধা নেই, আমার কবিতা লেখার প্রেরণা আমার স্বামী ও সন্তানদের আগ্রহ। এছাড়া কবিতাগুলো পরিমার্জনা করে দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন ভৌমিক, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রচ্ছদ শিল্পী তমা সাহা, কম্পিউটার বর্ণবিন্যাসক সানি, প্রকাশক জালাতুন নিসা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান যারোয়া বুক কর্নারকে ধন্যবাদ। কবিতাগুলো পাঠকের ভালো লাগলেই তৃপ্তি পাবো।

কবিতাক্রম

অক্ষয় কোনো বটের গল্প
বাবা
অগস্ত্য যাত্রায় হিরন্ময় বিশ্বাস
বিদায় মিলন ভাই
মিতাদি
আরো একবার বেহুলার ভাসান
অসহায় উদ্ধাস্ত একজন
ভালোবাসা করে কয়
ডেভিড বাকেলের প্রতি
আমার রবীন্দ্রনাথ
রবীন্দ্রনাথের প্রতি
বিদ্রোহী নজরুলের প্রতি
অমর একুশের বইমেলায়
একুশের কবিতা
আনন্দময়ী মা

নরোত্তমপুরে একদিন

চন্দ্রকথা
উপহার
প্রীতি উপহার
উপহার অমূল্য
মায়া
ত্রিদিব
মেধা
নেহা
পুত্রের জন্য কবিতা
প্রেরণা
পল্লবী, আমাদের পলি
তুমি আমার কল্পতরু
আকাঙ্ক্ষা
বঙ্গবন্ধু
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

অক্ষয় কোনো বটের গল্প

মাকে আমরা 'তুমি' বলে সম্বোধন করি।
আমার ইচ্ছে করে মাকে
জাতীয় সঙ্গীতের মতো 'তুই' বলে ডাকি।
কিন্তু 'তুই' বলে ডাকলে মা হয়তো
ভাববে অবজ্ঞা করছি।
তাই মাকে 'তুমি' করেই বলি।
বাবাকে ডাকতাম 'আপনি' করে।
বাবা ছিলেন দীর্ঘদেহী, ঘনকৃষ্ণবর্ণ।
মা ছোটখাটো সুন্দর সাদা পুতুলের মতো।
বাবাকে ছোটবেলায় বড় ভয় পেতাম
তিনি অত্যন্ত কঠোর শাসনে রাখতেন আমাদের।
ছোট বেলায় আমাদের সবার ছোট ভাইটি ছাড়া
আমরা কেউ বাবার কোলে চড়িনি।
বাবা যেনো
ছিলেন সিংহের মতো
রাজার মতো
আগুনের মতো।
মা যেনো প্রজার মতো
সাদা খোরগোশ বা কবুতরের মতো
জলের মতো
শান্ত পুকুরের মতো
শীতল ছায়ার মতো।
বাবা রেগে গেলে
আমরা পাখির ছানার মতো
মায়ের পাখার নিচে গুটিগুটি হয়ে বসে থাকতাম।
বাবা ছিলেন জনহীন তৃণগুন্মশূন্য প্রান্তরে
সবুজ কালো মেঘপুঞ্জের মতো
অটল কোনো অক্ষয়বট।
তিনি শুধু তাঁর পরিবারের কাছেই নয়
তাঁর গ্রামের মানুষের কাছে,
শ্বশুরকুলের কাছে এবং
যে প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেছেন
সকলের কাছে ছায়াবটের মতোই ছিলেন।
শ্বশুর বাড়িতে তিনি বড় জামাই নয়
বড় ছেলের মতোই দায়িত্ব পালন করেছেন।
মায়ের কোনো ব্যক্তিগত জীবন ছিলোনা
এখনো নেই।
আমার দিদিমার কাছে শুনেছি,
মা একসময় গান গাইতেন।
আমরা কখনও মাকে গান গাইতে শুনিনি।

তবে মা-বাবা আমাদের দুই বোনকে
গান শিখতে,গাইতে উৎসাহ দিয়েছেন।
খুব ভালো সেলাই করতেন মা।
অনেক ফুলতোলা 'তাজমহল',
'ভুলোনা আমায়' লেখা রুমাল,
'লোভে পাপ,পাপে মৃত্যু'
"শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চকরি শির,
'লিখে রেখো একফোঁটা দিলেম শিশির।"
ভরাট সেলাই করা কাজ
কাঁচ দিয়ে বাঁধানো দেখেছি।
লেস, কুশিকাটা উলের কাজ
মা খুব ভালো জানতেন।
আমরা সবসময় মায়ের হাতেবোনা
মাফলার, সোয়েটার পরেছি।
আমি বারো মাসই মায়ের সেলাই করা
নকশী কাঁথা গায়ে দিয়েছি।
আমাদের হাতেখড়ি মায়ের কাছে।
বাবা শিখিয়েছেন গণিত ,বিজ্ঞান,
বাংলা,ইংরেজি মহৎ সাহিত্য, প্রকৃতিপাঠ
আর বৃক্ষবন্দনা।
মার কাছে শিখেছি সরলতা,সন্তুষ্টি,স্বল্পেতুষ্টি।
বাবার কাছে শিখেছি ন্যায়পরায়ণতা,দানশীলতা,
সততা, দয়া,ক্ষমা আর লোভ লালসাকে জয়ের মন্ত্র।
আমি আমার বাবার মতো, মায়ের মতো
সৎ ও মহৎ মানুষের সন্তান হিসেবে গর্ববোধ করি।
প্রচন্ড রাগী আমার বাবা
চাকুরি থেকে অবসরের পরে
শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।
তখন বাবা বলতেন,
'তোমরা এখন এক একজন বটবৃক্ষ,
আমরা তোমাদের ডালে বসা ছোট ছোট পাখি।'
নাতি-নাতনিদের আদর করেই দিন কাটাতেন।
আমার বড় কন্যার দেখাশুনার দায়িত্ব
বাবার কাছে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম।
বাবা দেহ রেখেছেন।
মা আজ বুড়ো হতে হতে
আরও ছোট হয়ে গিয়েছেন।
আমরা কি সত্যি বটবৃক্ষ হতে পেরেছি?

বাবা

পূর্বের বারান্দায় সকালে যখন সোনারঙ রোদ্দুর খেলা করে,
টুনটুনি পাখি হান্সাহেনা গাছে
এ ডাল থেকে ও ডালে নেচে বেড়ায়,
কাঠবিড়ালিটা পেয়ারা মুখে
লাফ দিয়ে জামরুল গাছ থেকে
সজনে গাছের ডালে বসে,
শিউলি তলায় লুটিয়ে পড়া ফুল দেখি
যখন নীল অপরাজিতা ফুলে
নীল ভ্রমর মধু খায়
কিংবা সাদা জবা গাছটায়
সাদা প্রজাপতি উড়ে,
মুহুরা গাছটা যখন
কচি সবুজ পাতায় ভরে যায়
তখনি মনে পড়ে যায় বাবাকে।
বাবাকে ভাবার জন্য
কোনো উদ্যমের,
কোন প্রচেষ্টার বা
পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই।
নিকষ কালো রাতের শেষে যেমন
প্রসন্ন সোনালী ভোর আসে অনায়াসে,
তেমনি পিতার স্মৃতি জেগে ওঠে
নিটোল সত্যের মতো সত্তার গভীরে।
যখন কাজে ডুবে থাকি
পাঠাভ্যাসে নিমগ্ন থাকি,
মগ্ন হয়ে গান শুনি,
অশীতিপর কোনো বৃদ্ধকে দেখি,
কর্কট রোগে আক্রান্ত
কোনো রোগীর মুখোমুখি হই
তখনই মগজের স্তরে স্তরে
বিদ্যুতের স্পন্দমান শিকড়ের মতো
রোগশয্যায় বাবার যন্ত্রণা কাতর
স্মৃতি জেগে ওঠে।
বৃষ্টির পর মাটির সোঁদা গন্ধ
কিংবা খেজুর গুড়ের পায়ের সুঘ্রাণ
বা লেবু ফুল আর
হান্সাহেনার সুবাসের মতো
বাবার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হয়ে রই।
বাবাকে মনে করতে হয় না
এই দেহ, দেহের প্রতিটি কোষ,
এই জীবন, এই 'আমি'-
বাবা সব তোমারই তো দান।

হে পিতা, তোমাকে প্রণাম।

অগস্ত্য যাত্রায় হিরন্ময় বিশ্বাস

আমার বড়ো মামা হিরন্ময় বিশ্বাস।
নামের মতোই স্বর্ণময় উজ্জ্বল ছিলেন তিনি,
হীরের দ্যুতি ছিলো তাঁর অবয়বে।
কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ ছিলো তাঁর।
হাতের আঙ্গুলগুলো ছিলো যেন চাঁপা ফুলের কলি।
পা দুটো যেনো পদ্ম,
মৃণালের মতো বাহু,
এমন রূপের বর্ণনা
কোন রূপসী ললনাকেই মানায়।
আমার কথায় কোন অত্যাঙ্কি নেই।
আমার মামা এমনই সুন্দরকান্তি ছিলেন।
কনককান্তি পুরুষ কিন্তু
রমণীর মতোই কমণীয়তা ছিলো তাঁর দেহে।
স্বভাবেও ছিলেন অত্যন্ত কোমলমতির
আর ছিলেন
বিধবংসী প্রেমিক।
নবযৌবনেই প্রেমে পড়ে
কাঁচা বয়সেই সংসারের বেড়াজালে আটকা পড়ে যান
অত্যন্ত মেধাবি ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও
আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরোতে পারলেন না।
মায়ের কাছে শুনেছি
উত্তম-সুচিত্রার কোন সিনেমা
মামার দেখা বাদ যেতো না।
'বই দেখা' পাগল আমার মামা
তাঁর দিদির আদরের তনয়-তনয়াদের নাম রাখতেন
উত্তম-সুচিত্রার অভিনীত চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকাদের নামে।
আমার দাদার পোশাকি নাম তিনি রেখেছিলেন
'শিল্পী' ছবির নায়কের নামে-'ধীমান'
আর 'পথের পাঁচালির' নায়কের নামে
ডাক নাম -'অপু'।
আমার পোশাকি নাম ও ডাক নাম রেখেছিলেন,
'পথে হলো দেরি' ছবির নায়িকার নামে।
'মল্লিকা'-'মলি'
তিনি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না।
শুচিবায়ুগ্রস্ত, অদৃষ্টবাদী
তাবিজ-কবজ, তন্ত্র-মন্ত্র, পাথর, আংটিতে বিশ্বাসী ছিলেন।
যশোর ছেড়ে খুব বেশি দূরে যাননি কখনও
এমন কোমলমতি, অহমহীন, সদা হাস্যময়,
স্বল্পেতুষ্ট মানুষটি
দীর্ঘ নয় বছর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থেকে

না ফেরার দেশে চলে গেলেন।
স্মৃতি হয়ে যাওয়া প্রিয় মানুষটির স্মৃতি
সম্পদ হয়ে রইলো আমার চিন্তে।

বিদায় মিলন ভাই

(সদ্যপ্রয়াত ডা: মনিরুজ্জামান মিলন স্মরণে)

মিলন ভাই,
দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবিনি
সাদা কাফনের কাপড় সরিয়ে
আপনার মুখ দেখতে হবে।
অথচ দুদিন আগেও
আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি।
দেখেছি তাসখন্দ ফেরত
আমরা সবাই জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে
স্বপ্নময় না ফেরার দেশেই
চলে গেলেন আপনি মিলন ভাই!
পিছনে ফেলে গেলেন
সাজানো সংসার, ঘর গেরস্থালী,
প্রেমময়ী স্ত্রী, স্নেহের পুত্র-কন্যা
জনম দুঃখিনী মা
পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা কাঁধে বৃদ্ধ পিতা,
আদরের ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন,
এই যে আমরা সোভিয়েত ফেরত বন্ধু স্বজন।
আরও ফেলে গেলেন ঠাকুরপাড়ার ধূল্যামাটি
আকাশে সোনার থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ,
বাতাসে বসন্ত
আর দোল পূর্ণিমায় হোলি খেলার আনন্দ।
এতো কিসের তাড়া ছিলো আপনার!
বিদেশ বিভূঁই এ বন্ধু সুজন
কুমিল্লা শহরে আমাদের আপনজন
তুখোড় আড্ডাবাজ,
রোমান্টিক, দরিয়ার মতো দিলদার,
সিংহ-হৃদয় বান্ধব
মৃত্যুর মিছিলে চলে গেলেন
বান্ধবহীন একা।
মায়াবী রূপালী জোৎস্নার রাতে
আপনার জানাঘায় সামিল
অসংখ্য গুণগ্রাহী বন্ধুস্বজন।
বাতাসে আমের মুকুলের সুগন্ধের সাথে
মিশে যায় আতর লোবানের স্রাণ।
পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়ে
ভরা পূর্ণিমার রাতে
মায়াময় সংসার ছেড়ে
কবরে শায়িত হলেন।
সমবয়সী বন্ধু আমার,

কেমনে ভুলি তাসখন্দের মেদগোরাদক হোস্টেলে
প্রাণোচ্ছল জমজমাট আড্ডা,
আপনার দিলখোলা হাসি, আনন্দ গান,
হৈ হুল্লোড়, ভি সি আর এ মাধুরী,
শ্রীদেবীর হিন্দি ছবি দেখা,
একসাথে ভেড়ার মাংস রান্না করে খাওয়া,
চায়ের কাপে ঝড়, তর্ক বিতর্ক,
রাত জেগে তাস খেলা,
সিগারেট, হাভানা চুরুটের গন্ধ
আর সেই মিষ্টি মধুর সন্মেল ডাক 'বৌদি'।

মিতাদি

মিতা পাল আমাদের প্রিয় মিতাদি।
নামের মতোই তিনি আমাদের
বন্ধু, সুহৃদ, সখা।
মিতাদি সুভাষিনী কোকিলকণ্ঠী
ফুলের মতো মুখখানিতে
ফুল্ল মেঘমালার মতো হাসি।
তিনি আমাদের সন্তানদের
প্রিয় ফুলু আন্টি, ফুলু পিসি।
আমাদের মিতাদি
হৃদয়ের কুলুঙ্গিতে রাখা বন্ধুত্ব
আর স্নেহের ভান্ডার
উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসেন।
তঁার ভালোবাসার বৃষ্টি
আমাদের অস্তিত্ব ডুবিয়ে নামে।
তঁারে কেবলই শুধাই,
'তুমি কেমন করে গান করো?
তুমি কেমন করে গান শেখাও
হে গুণী?'

তুমি সুরের গুরু
শত শত তোমার সুরের শিষ্য।
মিতাদি কণ্ঠে সুর তুললেই
গীতবিতানের পাতা ওড়ে
অলৌকিক স্বপ্নময়তায়।
হৃদয় যেন প্রকাশিত হয় অনন্ত আকাশে
বেদন-বাঁশি বেজে ওঠে বাতাসে বাতাসে।
তঁার বাসগৃহ যেনো শান্তিনিকেতনের আশ্রম।
গুরু-শিষ্য যখন সুর ভাজে,
গান গায় তখন ঘর জুড়ে মন জুড়ে
আকাশে যেনো রৌদ্র ওঠে,
সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায়,
বৃষ্টি নামে, বটতলা হাটখোলায় মেলা জমে
গীতবিতানের পাতাগুলো মূর্ত হয়ে ওঠে।
তঁারই কাছে ঋণী হয়ে রই।
তঁার কাছে বন্ধুত্বের ঋণ
সুরের শিক্ষার ঋণ।
মিতাদি তোমার সুরের শিক্ষায়
রবীন্দ্রনাথের গান বেঁচে থাক প্রজন্মান্তরে।
২৭-০৪-২০১৮ ইং

আরো একবার বেহুলার ভাসান

(শ্রেদ্ধেয় লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড.মুহম্মদ জাফর ইকবালের উদ্দেশ্যে)

ভোরে ঘুম ভেঙেছে একটা ভয়ংকর কুৎসিত দুঃসপ্ন দেখে
আকাশে চক্রাকারে উড়ছে শকুন
আর নিকষ কালো দাঁড়কাক।
শকুন আর কাকগুলো উড়তে উড়তে ক্রমশঃ মাটির কাছাকাছি চলে আসছে।
ভারী মন আর অস্বস্তি নিয়ে রাস্তায় বেরোলাম।
বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো
এবারের বই মেলায় কোনো অঘটন ঘটেনি
কেউ খুন হয়নি,
শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলো মেলা।
ব্যবসাও হয়েছে ভালোই।
কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই বজ্রাঘাতের মতো দুঃসংবাদ-
দুঃস্বপ্নে দেখা সেই শকুন আর দাঁড়কাকেরা
আমাদের জাতির বাতিঘর
সাদা কপোতের মতো
শিক্ষাগুরুর মাথায় হেনেছে মারণ আঘাত!
শুরুপক্ষের রাতে অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো যেনো।
নিকষ কালো আঁধারে ধর্মাস্ততার গর্ত থেকে
বেরিয়ে এলো সাম্প্রদায়িক ফণী
আস্তিনের কালসাপ লখিন্দরে দংশিল বেহুলা-বাংলায়।
বেহুলা-বাংলা আমার, লক্ষিন্দরকে বাঁচাতে
চলো সবে ভাসানে যাই আরো একবার ।
০৫/০৩/২০১৮

অসহায় উদ্ধাস্ত একজন

দু'বাসের মাঝে পড়ে হাত কেটে যাওয়া
রাজীব শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলো।
মৃত্যু অমোঘ জানি
কিন্তু এমন মৃত্যুতে অপরাধী হই,
গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হই আমরা।
মানুষের মতো এতো অসহায় প্রাণ কি
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে?
সেই স্থাপদসংকুল অরণ্যের জীবনে
যেমন ছিল মানুষ, তেমনি আজও অসহায়
কিংবা আজ যেনো আরো বেশি অসহায়
এই সুসজ্জিত জনারণ্যে।
কোটি কোটি মানুষের বাসভূমে
একাকী মানুষ কতো স্বেচ্ছাচারী,
দান্তিক, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, ধর্ষক,
দুর্নীতিপরায়ণ, ব্যাভিচারী, হিংসাপরায়ণ,
ক্ষমতার দশ্বে উন্মত্ত, কখনো নির্মম ঘাতক!
তবুও এই মানুষ ছাড়া আর কাউকে
কখনো এতো অসহায় হতে দেখিনি।
লতা- গুল্ম, বৃক্ষরাজি, পশু-পাখি
এমনকি কীটপতঙ্গও মানুষের মতো
এতো অসহায় নয়।
কারণ তারা মানুষের মতো
হিংসা ও রিরংসাপরায়ণ নয়।
সমস্ত শহর গ্রাম এমনকি সারাবিশ্ব
আজ যেনো ভয়াবহ শবাগার এক,
কোনো মতে শ্বাস প্রশ্বাস চলে দমবন্ধ ঘরে।
জমে না প্রাণের আড্ডা
রেস্তোঁরাগুলো যেনো বিপণিবিতান শুধু।
ঘরের বাইরে পা বাড়াতে ভয় পাই।
যে দিকেই যাই, ডাইনে অথবা বাঁয়ে,
বিষন্ন, বিপন্ন স্বদেশে ছিনতাইকারি,
আততায়ী, জঙ্গি, ধর্ষণকারীরা ঘোরে
ছদ্মবেশে রাজবেশে।
এই মাথার ওপর যেন
তাদেরই পাকাপোক্ত অধিকার।
তাই নাগরিক অধিকারহীন
পথ হাঁটি ঘাড় করে নীচু,
মাঝে মাঝে নিজেকে কবন্ধ মনে হয়।
এই দেহে মনে বাসা বেঁধেছে
ঘুণ পোকা, উঁই পোকা।
যদিও যাইনি পরবাসে
তবুও নিজেকে মনে হয়
বিষন্ন বাস্তবহারা উদ্ধাস্ত কাঙ্গাল একজন।
১৭/০৪/২০১৮

ভালোবাসা কারে কয়?
(কোহলিল জিবরানের প্রতি)

আমরা তাঁর কাছে জীবনের নিগূঢ় সত্য
এবং ভালোবাসার কথা জানতে চাইলাম।
তিনি বললেন জীবন যাপনেই
জীবনের নিগূঢ় সত্যের মুখোমুখি হতে হয়।
আর ভালোবাসা?
ভালোবাসার পথ বন্ধুর।
তবে এ পথে ছলনা, কপটতা
আর বক্রতার কোনো স্থান নেই
এ পথ ঋজু।
এ পথ শুধু অনুসরণ করে যেতে হয়।
ভালোবাসার দেবতা কিউপিড অন্ধ
এবং তাঁর তূণে অজস্র বাণ আছে।
আমরা ভালোবাসার কাছে নিজেদের সমর্পণ করবো।
ভালোবাসার কথা অন্তরে আলো জ্বলে রেখে
গভীর বিশ্বাসের সাথে শ্রবণ করতে হয়।
যদিও ভালোবাসার শরের আঘাতে
হৃদয় ও স্বপ্ন বিদীর্ণ হতে পারে
সাজানো বাগান ধ্বংসও হতে পারে।
তবুও ভালোবাসাই আমাদের
বৃক্ষের মতো বর্ধিত করে,
পত্রে পুষ্পে শোভিত করে
মাটির গহীনে শিকড়কে প্রোথিত করে।
ভালোবাসা আমাদের শস্যের মতো পরিপক্ব করে
রৌদ্র ও শিশিরের মতো নমনীয় করে
আগুনে পুড়িয়ে পবিত্র শুভ্রতা দান করে।
ভালোবাসায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে
সুখের মতো ব্যথা অনুভব করতে হয়।
ভালোবাসা বহুতা নদীর মতো
ঠিক পথ চিনে ঠিকানা খুঁজে নেয়।
ভালোবাসা শুষ্কিতে মুক্তোর মতো
ভালোবাসা অধরা মাধুরী সম।
ভালোবাসা জীবনে পূর্ণতা আনে
আর ভালোবাসা?
সেতো ভালোবাসাতেই পূর্ণ।
২১/০৫/২০১৮

ডেভিড বাকেল

(পরিবেশবাদী আইনজীবী ডেভিড বাকেলের প্রতি)

গতানুগতিক খুন, রাহাজানি, ধর্ষণ, দুর্নীতি,
জঙ্গিবাদের উত্থান, তীব্র যানজট
আর রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি বাইরে
একেবারে অন্য রকম একটি খবরে
পত্রিকার পাতায় চোখ আটকে গেলো-
'আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে আইনজীবীর প্রতিবাদ।'
তাঁর ছবিসহ খবরটি ছাপা হয়েছে।
'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবাদ জানিয়ে
শরীরে আগুন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত আইনজীবী
ডেভিড বাকেল(৬০) আত্মাহুতি দিয়েছেন।
সমকামী ও ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার আদায়ে
ও পরিবেশবাদী ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের হয়ে
কাজ করতেন তিনি।
সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন,
মানুষ ধরিত্রীর যে ক্ষতি করছে
তা প্রতীকী ভাবে বুঝাতে
জীবাত্ম জ্বালানি দিয়ে তিনি
নিজেকে শেষ করলেন।'
অদ্ভুত এই খবরটি পড়ে মনে হলো,
ডেভিড বাকেল কেমন মানুষ!
তিনি কি সিংহ হৃদয় পুরুষ?
নাকি সাগর তীরে উঠে আসা
আত্মাহুতি দেয়া তিমি মাছ?
নাকি মানুষ কথিত এক গাধা!
তিনি কি মানুষের কীর্তিকান্ড দেখে,
একে অপরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা, ঈর্ষা,
সন্দেহ, ক্রোধাক্ত চোখ
আর কঠিন চোয়াল দেখে ব্যথিত হয়েছেন?
অনুমান করি তিনি হতাশাগ্রস্ত ছিলেন,
অবলীলায় শান্তিনিকেতন গুড়িয়ে দিয়ে
মানুষের অনেক যত্নে গড়ে তোলা
স্বার্থপর কাঁচের ঘর দেখে।
ধারণা করি তিনি বিষাদগ্রস্ত ছিলেন? মানুষের অবিরাম আত্মকলহে,
আত্মীয় সংহারে, অনাত্মীয় বিরোধী বাতাসে গড়া
কারাগারে বসবাস করে।
আমার মনে হয়, বোকার মতো মানুষের
পরমানন্দে ক্রমাগত কার্বন নিঃসরণে,
আপোসে নিজেদের জীবনের চারপাশে
অক্সিজেনহীন পরিবেশ গড়ে তোলা দেখে
আর সহ্য করতে না পেরে
অবশেষে তিনি আত্মাহুতি দিলেন।

১৬/০৩/২০১৮

আমার রবীন্দ্রনাথ

বৃষ্টি ভেজা মাটি,
শিউলী বিছানো পথ
মহুয়া গাছের ডালে
বুলবুলি পাখির ছানারা দোল খায়।
ডালিম গাছে অজস্র আনারকলি,
হরেক রকম কলাবতী
আর সাদা দোলনচাঁপায়
ঘেরা বাগানের চারপাশ।
কন্যার কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর
ভেসে বেড়ায় বাড়িময়।
যেনো গীতবিতানের পাতারা
অলৌকিক প্রজাপতির মতো
ফুলে ফুলে উড়ে।
ধর্মসাগর পাড়ের বিদ্যালয়গুলো থেকে
ভেসে আসে জাতীয় সঙ্গীতের সুর,
তখনই তুমি আমার রবীন্দ্রনাথ
তখনই তুমি সবার রবীন্দ্রনাথ।
যখন নিমগ্ন চৈতন্যে নিভতে ভাবি
পদ্মার বুকে বজরায় বসে লেখায় মগ্ন তুমি,
চরাচর প্লাবিত জ্যেৎস্নায় গীতাঞ্জলির গানেরা
ফিনিক্স পাখির মতো সুরের আগুন ছড়িয়ে দেয়,
তখনই তুমি আমার,
তখনই তুমি একান্ত আমার
তখনই তুমি সবার রবীন্দ্রনাথ।
০৯/০৬/২০১৮

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

তোমাতে আমাতে হয়নিতো দেখা কোনোদিন
তবু প্রতিদিন প্রতিনিয়ত তোমায় আমি দেখি।
তোমায় দেখি সূর্যোদয়ে,
মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যালোকে
অস্তগামী সূর্যের কনে দেখা আলোয়
কিশোরী সন্ধ্যায়,
লেবু ফুলের গন্ধমাখা
জামরুল,কামরাঙা আর নারকেল গাছের ছায়াময়
সবুজ পুকুরের বিধিত জলে,
যখন গান হয়ে যায় ঝরা পাতারা।
তোমায় দেখবো বলে অন্তরে জোনাক জেলে রাখি।
তোমায় আমি স্পর্শ করিনি কোনোদিন
তবু যখন গাছের পাতায় জমে থাকা
বৃষ্টির একফোঁটা জল
কিংবা দূর্বাঘাসে লুটিয়ে পড়া
শিউলি ফুলে জমে থাকা শিশির বিন্দু স্পর্শ করি
তখন তোমার পেলব স্পর্শ অনুভব করি।
তোমাতে আমাতে হয়নিতো কথা কোনোদিন
তবুও পাখির কলগানে, পাতার মর্মরে,
ঝর্ণার কলতানে, বৈশাখী ঝড়ের উদ্দাম উল্লাসে,
সমুদ্রের বিপুল জলরাশির গর্জনে
তেমনি এম্রাজ কিংবা খোল, পাখওয়াজের
বাদনেও তোমায় শুনতে পাই।
তুমি মিশে আছো বাংলার ধূলিকণায়, কাদা-মাটি-জলে
বৈশাখে আম্রমকুলের মৌ মৌ গন্ধ ভরা বাতাসে
বর্ষায় কদম ফুলের গন্ধে
শরতে শিউলি ফুলের সুবাসে
অম্রানে ধানের শীষের মিষ্টি মৌতাতে
শীতে খেজুর রসের সুমিষ্ট ঘ্রাণে
বসন্তে শিমুল, পলাশ,
কৃষ্ণচ,ডার আগুন রাঙা উত্তাপে
আমাদের প্রতিদিনের জাতীয় সঙ্গীতে।
১৭/০৫/২০১৮

বিদ্রোহী নজরুলের প্রতি

শাল্মলী বৃক্ষসম রক্তিম বর্ণিল
শাল প্রাংশু দেহী, সুকেশ,
সাহসী সুপুরুষ সেই কবির জন্য
এই সর্বংসহা মাটি
এই লাল সবুজের পাললিক ভূখন্ড
সহিষ্ণুপ্রতীক্ষায় রয়েছে।
বিষের বাঁশী হাতে কবি
আরো একবার, বারবার
দারুণ খরায় পোড়া এই অনাবৃষ্টি
আর অতিবৃষ্টির স্বদেশে আসবেন।
তিনি মেঘমন্দ্র স্বরে
যুদ্ধে যাবার কথা বলবেন।
তিনি ঝড়ের আর্তনাদের সুর
আর শৃঙ্খল ভাঙার গান শোনাবেন।
তিনি উচ্চারিত সত্যের মতো
সাহসী স্বপ্নের মতো,
প্রবহমান নদী আর উচ্ছল ঝর্ণার
কল্লোলিত ধ্বনির মতো
পূর্বপুরুষের সাহসিকতা পূর্ণ যুদ্ধ জয়ের
মহাকাব্যিক ইতিহাস শোনাবেন।
তিনি দজলা, ফোঁরাত,শাত্-ইল-আরবের
সাথে গঙ্গা, যমুনা,মেঘনা ও
পদ্মার ঢেউয়ের কবিতা শোনাবেন।
তিনি আবার সাম্য,মৈত্রী,ঐক্য,একতা ও
সমতার কথা বলবেন।
তিনি বলবেন মৃত্তিকার গভীরে কর্ষণ করে
অসম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার
পরিচ্ছন্ন বীজ বপন করতে।
তবেই শান্তির অটল মহীরুহ জন্মাবে
আমাদের স্বপ্নের স্বদেশে।
পরশ পাথরের মতো তাঁর বাঁশীর সুরে,
তাঁর অমৃত কবিতার মন্ত্রে
আমরা যুথবদ্ধ হবো আবার
যেমনটি হয়েছিলাম একান্তরে।
যুথবদ্ধ হয়ে আমরা
তাঁর অমিয় অমর সঙ্গীতের সুরের
আত্মাণ আনিঃশ্বাস গ্রহণ করে
ফিনিক্স পাখীর মতো হতে চাই।
তবেই বিষসর্প ধর্মাত্ম, কুপমন্ডুক
নব্য প্রভুগণ অন্ধকার গহ্বরে
প্রবেশ করবে কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।
আমরা আবার রৌদ্রালোকে ও
বজ্রের উদ্ভাসনে উদ্ভাসিত হবো।
হে কবি, তোমার গানের বুলবুলি
আবার হাসনাহেনা আর ঝরা শিউলি বনে
সুরের আগুন ছড়িয়ে দেবে।

১৮/০৫/২০১৮

অমর একুশের বই মেলায়

নতুন বইয়ের গন্ধে মাতানো
হাজারো প্রকাশনীর স্টলে সাজানো
অগণিত বর্ণিল প্রচ্ছদে রাঙানো
অমূল্য গ্রন্থের সস্তার এই বাংলার বইমেলা।
সপ্তাহান্তের ছুটিতে
অমর একুশের বই মেলায়
যেনো বুড়িছোঁয়া করেই ঘুরে এলাম।
মন ভরেনি
আবারো যেতেই হবে।
য়ারোয়া প্রকাশনী, দাঁড়িকমা প্রকাশনী ,
অন্য প্রকাশ, বিদ্যা প্রকাশ,
অণেশা, মহাকাল, পাঠক সমাবেশ, প্রথমা,
কথা প্রকাশ, কবি প্রকাশ, রোদেলা, তক্ষশীলা,
অক্ষর এমনি হাজারো সুন্দর নান্দনিক নামের
স্টলগুলো মগজের কোষে কোষে
যেনো বীণার তন্ত্রী মতই ঝংকার তোলে।
সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের রাস্তায়
টোকাই ছেলে মেয়েরা রঙ-বেরঙের ফুলের মুকুট ফেরি করছে।
ইচ্ছে হলো একটি কিনে মাথায় পরি?
না থাক, ফাগুন এলেই পরবো।
মনে হলো আমার মাথায়
হয়তো বা মেলাময় অনেকেরই মাথায়
সীমাবদ্ধ জ্ঞানের মুকুট শোভা পাচ্ছে।
শীতের মিষ্টি রোদে
নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা বই মেলায়
জ্ঞানপিপাসু বইপ্রেমীর চেয়ে
পুলিশ, মিডিয়া কর্মী আর প্রকাশনা ব্যবসায়ী বেশি ছিল কি ?
নতুন কাগজ আর মলাটের সুগন্ধের সাথে
নতুন টাকার গন্ধ ও কি মিশেছিল ?
পকেট ভর্তি টাকায় কেনা ব্যাগ ভর্তি বইগুলো
আলমারিতে শুধু থরে থরে সাজানো থাকবে না তো ?
বিপুল তরঙ্গ মুখরিত উত্তাল জ্ঞানসমুদ্র
দু'মলাটের মাঝে শুধুই আলমারিতে বন্দী হয়ে রইবে তবে ?
নীল আকাশের নীচে এই বই মেলায়
বই নয় যেন লক্ষকোটি আলোর কণা ছড়ানো।
নিঃস্বার্থ সূর্যের আলোয়
জ্ঞানের আনন্দমেলায়
স্বার্থপর মস্তক থেকে খুলে ফেলি অজ্ঞানতার কন্টক মুকুট।
আর আত্মজ, আত্মজা ও আগামী প্রজন্মের হাতে
তুলে দেই শ্রমলব্ধ জ্ঞানের ফসল।
০৩/০২/২০১৮

একুশের কবিতা

একুশ মানে ভালোবাসা
একুশ শাগিত যুক্তি।
একুশ দিলো স্বাধীন দেশ
ধর্মাক্তা থেকে মুক্তি।
একুশেরই বোনা বীজে
ফুটলো দেশে ফুল।
সেই ফুলেই আজও
বিঁধছে কেন সাম্প্রদায়িক হুল।
একুশ মানে ফিনিক্স পাখি
ভস্ম থেকে জেগে উঠি-
জেগে থেকেও আমরা করি
জেগে ঘুমানোর ছল
এমনি করেই যায় যদি দিন
দেশ যাবে রসাতল।
১৭/০২/২০১৮

আনন্দময়ী মা

আসবে তুমি আলোর রথে
রাত পোহালে শারদ প্রাতে,
শিশির সিক্ত শিউলি বিছানো পথে
সাদা মেঘের ভেলায় ভেসে
কাশ ফুল আর পদ্ম নিয়ে সাথে।
আসবে তুমি মাতরূপে
আসবে তুমি লক্ষীরূপে, বিদ্যারূপে,
জ্যোতির্ময়ীরূপে তুমি আলোয় দেবে ভরে।
চন্দ্রীরূপে আসবে তুমি শত্রু নাশের তরে।
শত্রু সারা বিশ্বজুড়ে,
শত্রু নিজের অন্তঃপুরে,
মানবতার শত্রু আছে এই সংসার জুড়ে।
মাগো তুমি শত্রু নাশো
মাগো মোদের মানুষ করো
জ্ঞানের আলো জ্বলে।
শরতে তুমি এই ভুবনে
উৎসব নিয়ে এসো।
ধূপের গন্ধে, ঢাকের বাদ্যে
আনন্দ নিয়ে এসো ।
যাবার বেলায় বরাভয়
আর শান্তি বিলিয়ে যেয়ো।
১২/৬/২০১৮

নরোত্তমপুরে একদিন

কাজের বোঝা চটজলদি একপাশে নামিয়ে
একটি দিনের ছোট্ট ছুটিতে শহর থেকে দূরে নরোত্তমপুরে
বন্ধুদের আমন্ত্রণে সদলবলে বনভোজনে গিয়ে যেনো
বুক ভর্তি অক্সিজেন নিয়ে ফিরলাম।
সুহৃদ বন্ধুদের বাপের ভিটায় প্রাসাদোপম বাড়ি,
জোড়া পুকুর, পুকুরে মাছ, হাঁস, গোয়ালে গরু,
মসজিদ, পূর্ব পুরুষের কবর,ফলস্ত আম, নারিকেল বৃক্ষ,
পুষ্পশোভিত জামরুল গাছ,ফলবতী কলা গাছ,লাউ,করলা
আর ঝিঙ্গার মাচা,সবুজ গালিচার মতো ঘাস
আর মেঘমুক্ত নীল আকাশ
আমাদের সাদরে বুকে টেনে নিলো।
যাবার পথে বন্ধুর অকালপ্রয়াত পুত্রের
স্মৃতিতে গড়া দাতব্য চিকিৎসালয়,
মহৎ পিতার স্মরণে নির্মিত সড়ক, বিদ্যালয়?
এইসব অমূল্য স্মৃতি মনের কলুঙ্গিতে ভরে রাখলাম।
নরোত্তমপুরের মানুষেরা সত্যিই
মহৎ হৃদয় উত্তম মানুষ যেনো।
সারাদিন বন্ধুদের পিতৃপুরুষে স্মৃতিময় কথা শুনেছি।
বাপের ভিটায় কাটানো শিশুকালে পুকুরে ডুবসাঁতার,
সারাদিনমান জোড়াপুকুরে জলকেলী,
ঘাটলায় বসে থাকার আনন্দ, লবণ কাঁচা মরিচ দিয়ে
কাঁচা আম,বড়ই,পেয়ারা খাওয়া
মন্দারবাড়ির কাকি ঠাকুয়ার গল্প,
স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি ,পিতা,পিতৃব্যের আদরের স্মৃতি,
তাদের কবর সবই আমরা খুঁজে দেখেছি।
চিত্রল প্রজাপতির মতো আমরা সবাই
বাড়িময়, সারা ভিটায় ঘুরে বেড়ালাম।
কেউ কেউ জাল ফেলে অপূর্ব দক্ষতায় মাছ ধরে ফেললেন
আবার কেউ কেউ সারাদিনমান অবিরাম সাধনা করেও
বড়শিতে একটি মাছও গাঁথতে অপারগ হলেন।
সকাল থেকে ভূড়িভোজ চলেছে
খাবার টেবিলে দেশি চালের ভাত,
পাটশাক থেকে শুরু করে শুটকি,নোনা ইলিশ,
নোয়াখালির বিখ্যাত মরিচখোলা,দেশি কচুর লতি,
হরেক রকম ভর্তা,মুরগি,হাঁসের মাংস,
পুকুর থেকে সদ্যতোলা রকমারি মাছ ভাজা,
মাছের তরকারি সবই ছিলো।
ছিলো হরেক রকম মিষ্টি,পায়েস,পুডিং আরও কতো কি!
বিকেলে পুকুরে জাল ফেলে প্রচুর মাছ ধরা হলো
আনন্দ আয়োজনের কোনো কমতি ছিলোনা যেনো ।
পুকুরে নৌকা বাওয়া,অস্তগামি সূর্যের সাথে ছবি তোলা
সবই ছিল প্রাণময় উচ্ছ্বাসে ভরা।
বনভোজন আর আনন্দমেলা শেষে
ফিরতি পথে মিললো প্রীতিময় ভালোবাসাভরা উপহার?
হাঁসের ডিম, গরুর দুধ,গাছের কলা, পুকুরের তাজা মাছ
আর আবারো জ্যেৎমা রাতে বেড়াতে যাবার নিমন্ত্রণ।

২৭/০৩/২০১৮

চন্দ্রকথা

(ইনার হুইল ডিসট্রিক্ট ৩৪৫ এর পাস্ট চেয়ারম্যান শারমিন হোসেইন এর উদ্দেশ্যে)

চন্দ্রসুধা, চন্দ্রকর, চন্দ্রকান্তা, জ্যোৎস্না
কিংবা শারমিন
যে নামেই ডাকি না কেনো
সে আমার বন্ধু তিলোত্তমা।
চন্দ্রাতপ, চন্দ্রালোক, চন্দ্রিকা, চন্দ্রিমা
যে নামেই ভাবি? চন্দ্রাননা, নিরুপমা সে যে তুলনাহীনা।
চাঁদের রূপালী আলোর মতোই
স্নিগ্ধ দ্যুতিময় তার অবয়ব।
শুক্তির মাঝে মুক্তোর মতো তার হাসি
শুভ্র কৌমুদীর মতোই তার উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।
চন্দ্রপ্রভা সে ছড়িয়ে দেয়
সংসারে, সম্মিলনে, তাঁর চারপাশে।
লাল সবুজের দেশের হয়ে
নীলাভ সবুজ গ্রহকে আগামী প্রজন্মের কাছে
বাস যোগ্য করার ব্রতে
সে চলে একসাথে
প্রগতির পথে
দৃপ্ত পদক্ষেপে।
০১/০৪/২০১৮

উপহার

(ইনার হুইল ডিসট্রিক্ট ৩৪৫ এর চেয়ারম্যান (২০১৮-১৯) মোহসেনা রেজা এর উদ্দেশ্যে)

বন্ধু মোদের আছে একজনা
নাম তাঁর মোহসেনা।
নামের মতোই গুণ আছে যার
মহানুভব, সহৃদয় ও উদার।
দানশীল তিনি কল্যাণময়
জীবন হোক তাঁর আনন্দময়।
২৭/০৫/২০১৮

প্রীতি-উপহার

(ইনার হুইল ডিসট্রিক্ট ৩৪৫ এর পাস্ট চেয়ারম্যান লাভলী বায়েজীদ এর উদ্দেশ্যে)

নামের মতোই মানুষটি মনোরম
ভালোবাসার যোগ্য
সে আমার বন্ধু লাভলী বায়েজীদ।
লাভলী বলতেই বুঝি যা কিছু
শোভন, সুদৃশ্য, অতীব সুন্দর।
বন্ধু লাভলী সাহসী ও সুন্দর
তাঁর মাঝে সাহসিকতার সাথে
মিশে আছে কমনীয়তা।
একাধারে কবি ও বাচিক শিল্পী,
সম্পন্ন, মননশীল মানুষ,
সফল সংগঠক,
প্রগতিশীল বলিষ্ঠ নেত্রী,
সংবেদনশীল বন্ধু,
প্রেমময়ী স্ত্রী,
স্নেহময়ী জননী।
'আপন হ'তে বাহির হয়ে বাইরে'
দাঁড়ানো একজন সহৃদয় মানুষ।
আমার অনুপ্রেরণা,
আমার সুহৃদ লাভলী বায়েজীদ।
০৩/০৪/১৮

উপহার অমূল্য

(ইনার হুইল ডিসট্রিক্ট ৩৪৫ এর ভাইস চেয়ারম্যান(২০১৮-১৯) আতিয়া পারভীন এর উদ্দেশ্যে)

কিছু উপহার অমূল্য
নয় কিছু তার তুল্য।
নামটি তাঁহার আতিয়া
পিতা রেখেছেন ভাবিয়া।
'আতিয়া' মানে উপহার
মানুষ তিনি চমৎকার।
শুভচিন্তক বিচক্ষণ
বন্ধুত্বে পাই অনুক্ষণ।
২৫/০৫/২০১৮

মায়া

মায়াময় পৃথিবীর ধূলিকণা,
মায়াময় প্রভাতের শিশিরকণা।
কি মায়া অব্যাহত নীলাকাশে!
মেঘেরা ভেসে যায় দূরদেশে।
মেঘেদের ছায়া পড়ে অতল সাগরে,
মাটি আর সাগরের মায়ায়
মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে।
বৃষ্টির ছোঁয়ায় মাটি
শস্য-শ্যামল হয়,
এ জগত মধুময়, স্বপ্নময়
এ জগত মায়াময়।

২০-০৪-২০১৮

ত্রিদিব

স্বর্গ, আকাশ, ত্রিদিব
তুমি বংশের দীপ।
আঁধারে তুমি দীপ জ্বালো
দূর করবে সকল কালো।
তুমি আকাশ
তুমি উদার
তুমি কল্যাণময়
তোমার জীবন হয় যেনো
চির আনন্দময়।
০১/১১/২০১৮

মেধা

নামের মতোই বুদ্ধিমতী
কন্যা আমার মেধা।
চলার পথে কোন কিছুতেই
পায়না যেনো সে বাধা।
কোকিলকণ্ঠী, মিষ্টি হাসি
প্রাণ ভরে তোকে ভালো যে বাসি।
শতভিষা তুমি নক্ষত্রসম হও।
মানুষের মতো মানুষ হয়ে
বিশ্ব সভায় একদিন যেনো
মাথা তুলে তুমি রও।
০২/০৫/২০১৮

নেহা

আমার নয়নতারা মেহা
নাম রেখেছি নেহা।
আদরের ধন নয়নমণি
তুই যে আমার স্নেহের খনি।
তোকে যে আমি চোখে হারাই
হৃদয় মাঝে তোর যে ঠাঁই।
ডাগর চোখের শ্যামল বরণ
লক্ষী কন্যা তুই,
মায়ার মূর্তি হাসিতে ঝরে যে
শেফালী, টগর, জুঁই।
কোমল স্বভাব, দয়ার সাগর
কণ্ঠে কোকিল ডাকে,
প্রার্থনা মোর কন্যাটি যেনো
মানুষ হয়ে ওঠে।
২৭-০৪-২০১৮

পুত্রের জন্য কবিতা

ছেলে আমার লম্বায় তার বাবার মাথা ছাড়িয়ে গেছে
মুখ ভর্তি কুচকুচে কালো দাড়িগোঁফ রেখেছে
হালফ্যাশান!
তবে ওর ব্লিন শেভড্ চেহারাটি আমার ভালো লাগে।
আমার ছেলে আজ
আমার পাখার নিচ থেকে বেরিয়ে
সুবিশাল খোলা আকাশে
ডানা মেলে উড়তে চায়।
বিদেশ মাটিতে স্বপ্নের চাষাবাদ শিখতে চায়।
আজ তোমায় বলি,
'হে স্বপ্নবাজ তরুণ,
এবার তুমি পাখা মেলে উড়ে যেতে পারো
মেপ্প বনে কিংবা উইলো,ওক,বার্চ বৃক্ষের অরণ্যে।
বসতে পারো নিউটনের আপেল গাছের ছায়ে।
কিংবা হ্যাম্পস্টেড হিথ এর
পবিত্র মাটি স্পর্শ করে
রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গানগুলো
গুনগুনিয়ে আমায় শোনাতে পারো।
'হারো অন দ্য হিল' এ বিদ্রোহী বায়রনের
কবিতাগুচ্ছ আত্মস্থ করতে পারো।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষে
টেমস্ নদীর তীরে রেস্তোঁরায় বসে
কফি খেতে খেতে
শেক্সপিয়ারে চোখ বুলিয়ে নিতে পারো।
পরিবার থেকে দূরে বিদেশ বিভুঁইয়ে বন্ধনহীন স্বাধীনতায়
তোমার সংস্কৃতি তোমার পরিচয়।
মনে রেখো সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সঙ্গে
একাত্ম হলে তুমি নিঃসঙ্গ হবে না।
পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো
তুষার শুভ্র চারপাশ
আমার উষ্ণ আশীর্বাদ,
বাবার গায়ের গন্ধমাখা ওভারকোট
আর সদ্য কেনা গরম কাপড়ে নিজেকে
ঢেকে নিয়ে ভালো থেকো।
প্রার্থনা করি তোমার জন্য
আকাশে জ্বলুক তারকারাজি,
নক্ষত্র মন্ডলী তোমার জন্য
দু'হাতে পাঠাক আলোকধারা।
তুমি ফুল-ফলভারে অবনত হও
আমরা মাথা উঁচু করে তোমায় দেখবো।'
১৪/০৩/২০১৮

প্রেরণা

তুমি চেয়ে ছিলে জানতে,
কি আমায় ভাবায়
কি আমায় লেখায়?
তোমার না থাকাগুলো
তোমার রেখে যাওয়া বই-খাতা, পুরোনো জ্যামিতি বক্স,
ছোটবেলার খেলনা, ফুলবল-ক্রিকেট ব্যাট, ব্যাডমিন্টনের র্যাকেট,
ছোট হয়ে যাওয়া জুতা, ছেঁড়া মোজা
শীত-গ্রীষ্মে সারা বছরই গায়ে দেয়া কসল,
কুচকুচে কালো গেঞ্জি, শার্ট-প্যান্ট,
তোমার রূপালি গিটার
গিটারের লেন্স
সবই আমার চোখে বাঁশি বাজায়
আমার মনে হৃদয়ে সুর তোলে।
উদাত্ত কণ্ঠে তোমার গাওয়া
ক্রিস আইজ্যাকের ওয়েস্টার্ন গান 'উইকেট গেইম' কানে বাজে।
আমার ভ্রূবন জুড়ে থাকা তোমরা
আমার পুত্র-কন্যারা কাছে ছিলে
দূরে গেলে আজ জীবনের নিয়মে, সময়ের প্রয়োজনে।
তোমাদের শাসন করার, সোহাগ করার
সময়টুকু ফাঁকা পড়ে থাকে।
বাক্স বন্দী থাকে হারমোনিয়াম
পড়ে থাকে গানের খাতায় লেখা স্বরলিপি,
স্বরবিতান, গীতবিতান? রং পেন্সিল, রংতুলি, অর্ধেক আঁকা ছবি,
শখের মার্বেল, কার্টুনের স্টিকার।
তোমাদের কথা, হাসি, কলতান, রবিঠাকুরের গান
ঘরময় গুঞ্জন তোলে।
ভিডিও কলে কুশল বিনিময় হয়
কথা হয়, কখনো গল্পও হয়।
কেবল ছুঁতে না পারার কষ্টগুলো
হঠাৎ করেই যেনো বেরিয়ে আসে
ঝর্ণাধারার মতো দু'চোখ বেয়ে,
কখনো কবিতা হয়ে।
১৩/০৩/২০১৮

পল্লবী,আমাদের পলি

‘পল্লবী’ বা ‘পলি’ যে নামেই ডাকি
তুই আমার আদরের ছোট বোন।
পেলব কুসুমের মতো,
ছোট্ট সাদা জাপানি পুতুলের মতো
মা’র কোল জুড়ে এলি
শ্রাবণের পঞ্চম দিন বাইশে জুলাই ১৯৭১
তুমুল ঝড় জলের রাতে কামরূপের (গৌহাটির) খরমা গ্রামে।
আসামের ঐ আঁতুড়ঘরে একহাট্ট জলের মধ্যে
সাপ আর জোঁকের ভয়ে মা সারারাত
তাকে কোলে নিয়ে বসে রইলেন নিঃশ্বাস।
এগারো দিন ঐ বাড়ির উঠানে
আঁতুড়ঘরে তুই আর মা পড়ে রইলি
কোন ডাক্তার বা ঔষধ ছাড়াই
তবুও সৃষ্টিকর্তার অসীম কৃপায় বেঁচে রইলি।
তাকে পেয়ে আমি আমার হারানো পুতুলের
দুঃখ ভুলে গেলাম।
তুই আমার খেলার পুতুলের মতোই
সারাক্ষণ আমার কোলেই,
আমার কাছে, আমার সাথেই থাকতি।
শ্রাবণের দুঃখের ধারার মধ্যে তুই এলি
তাই তোর নাম রাখা হলো ‘শ্রাবণী’।
আমাদের দেশে তখন অগ্নিগর্ভ অবস্থা
স্বাধীনতা যুদ্ধ মধ্য গগনে।
আমরা তখন ভারতে শরণার্থী
মেঝো ভাইটিকে কোলে নিয়ে
তাকে গর্ভে নিয়ে আমাদের দুঃখিনী মা
দশ দিন পায়ে হেঁটে
বাবা ছাড়া আমাদের সবাইকে নিয়ে কোলকাতায় পৌঁছালেন।
একটি সন্তান কোলে আর
একটি গর্ভে নিয়ে
মায়ের সেকি কষ্ট, কি পরিশ্রম, কি যন্ত্রণা!
সেই দুর্যোগে যুদ্ধের ভয়াবহতায়
বাবার সাথে আমাদের দেখা হয়নি দীর্ঘ ছয় মাস।
বাবা কোথায় কেমন ছিলেন তাও জানা ছিল না।
তোর সৌভাগ্যেই হয়তো
সেদিন শরণার্থী হয়ে সীমান্তে যাবার রাস্তায়
আমাদের পরিবারকে হাতে পেয়েও
পাকিস্তানী সৈন্যদের রাইফেল গর্জে ওঠেনি।
আমাদের সব সম্বল লুট হয়ে গিয়েছিল
সেই সাথে আমার খেলার পুতুলগুলিও
তবে প্রাণে এবং মানে বেঁচে গিয়েছিলাম আমরা।
কোলকাতায় আমাদের আত্মীয় স্বজন বেশী দিন
শরণার্থীদের বোঝা বহিতে চাইলেন না।
এরই মধ্যে আমরা বাবার সাথে
মিলিত হতে পারলাম ছয় মাস পর।
বাবার কাছে শুনেছি,
তাঁর কর্মস্থল পাকিস্তানী শত্রু সৈন্যরা
গুলি ও বোমার আঘাতে গুড়িয়ে দিয়েছিল।
বাবা পায়ে হেঁটে চট্টগ্রামের পাহাড়

আর ভারত সীমান্তের পর্বত ডিঙিয়ে
স্থাপদ-সংকুল জঙ্গল অতিক্রম করে
যেনো অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে কোলকাতায় পৌঁছালেন।
আমার মা এবং আমরা
যেনো দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম।
বাবার সাথে আমরা চলে এলাম আসামে
আমার ঠাকুরদার ভিটায়।
তোর একমাস বয়সে
আমাদের পরিবারকে বড়পেটা ফকিরাগ্রাম শরণার্থী ক্যাম্পে
যেতে বাধ্য করলো ভারত সরকার।
শরণার্থী ক্যাম্পে কলেরা মহামারীতে
দুধের শিশু তুই আর আমরাও
ঈশ্বরের অসীম কৃপায় বেঁচে রইলাম।
এরপর ডিসেম্বরে আমরা পেলাম স্বাধীনদেশ।
আমরা ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে এলাম।
আবার আমরা আমাদের জ্বলে পুড়ে যাওয়া
সংসার গুছিয়ে ফিনিক্স পাখির মতোই
আকাশে ডানা মেলেছি।
একান্তের শ্রাবণের দুঃখের স্মৃতি ভুলবার জন্যেই হয়তো
বাবা স্কুলে ভর্তির সময় তোর নাম রাখলেন 'পল্লবী'।
বাবা যেখানেই যেতেন তোর জন্য ফুল নিয়ে আসতেন।
বাবা তোকে ডাকতেন 'সিন্দুরী' মা।
আমরা পাঁচটি ভাইবোন
বাবা-মায়ের হাতের পাঁচটি আঙুল যেনো।
স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো
বাংলার সংগ্রামের মতোই
তোর জন্ম, বেড়ে ওঠা,
ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ-
সত্যি বলতে কি
তোর জীবনও যেনো কঠিন সংগ্রামের ইতিহাস।
সংসার, স্বামী, সন্তানের জন্য
অবিচল নিষ্ঠা আর সংগ্রামের শেষে বিজয়।
আজ আমার বোন সত্যিই পল্লবে-পুষ্পে-ফলে সুশোভিত বৃক্ষ যেনো।
প্রেমময় চিরসখা, সুহৃদ বন্ধু স্বামী
ফুলের মতোই রূপে লক্ষী, গুণে সরস্বতী তিনটি রাজকন্যা
নিয়ে দূর প্রবাসে তোর সোনার সংসার।
বিদেশে বিভূঁই এ সংসারী হলেও
শিকড় তোর প্রোথিত দেশের কাদামাটির গভীরে।
কবিতার মতো
বাঁশীর রাগিণীর মতো
সেতারের ঝংকারের মতো
সুরেলা আর মধুময় হোক
আমার বোন 'পল্লবীর'
সুখী গৃহকোণ।
১১/০৩/২০১৮

তুমি আমার কল্পতরু

কিছু চাইবার আগেই তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ করো।
তুমি আমায় দু'হাত ভরে দিয়েছো
হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা
নিকষিত হেমসম প্রেম।
সুসন্তান, ভরা সংসার
পৃথিবীর বুকে একটুকরো স্বর্গের মতো
লতা-গুন্ম-পুষ্প-বৃক্ষশোভিত উদ্যানবাটি,
এমনকি সুউচ্চ ফ্ল্যাট বাড়িতে ভরা ঘিঞ্জি শহরে
সেই রূপকথার মত শানবাঁধানো ঘাট,
যেনো চাঁদের হাট।
আনমনে ভাবি? কিছুই চাওনি তুমি
কি দিয়েছি তোমায় আমি?
১৮/০২/২০১৮

আকাঙ্ক্ষা

(সদ্য প্রয়াত কবি বেলাল চৌধুরী স্মরণে)

আমিতো অসীম নীলিমায় জলভরা মেঘ নই
যে তোমাদের তৃষ্ণায় জল দেবো।
আমার আঙ্গুলে কোনো অলৌকিক শক্তি নেই
যে আমার স্পর্শে
নবজীবন লাভ করবে মানুষ।
আমিতো অরণ্যে চিরহরিৎ বৃক্ষ নই
যে আমার ছায়ায় শীতল হবে।
আমিতো ঝরনাধারা কিংবা কোনো স্রোতস্বিনী নদী নই
যে তোমাদের শস্যক্ষেত্রে উবরতা উপহার দেবো।
আমিতো পয়মন্ত কোনো শস্যক্ষেত্র নই
যে তোমাদের অন্ন যোগাবো।
আমিতো কোনো কোমল শিউলি নই
যে তোমাদের জন্য ভোরের শুভ্রশয্যা বিছাবো তেমন।
আমিতো কোন আর্দ্র শিশিরবিন্দু নই
যে তোমাদের ধূলিধূসরিত পথ স্নেহসিক্ত করে দেবো।
আমিতো সৈঁজুতিও নই যে
কোমল আলেয় উদ্ভাসিত করবো তোমাদের ঘর।
আমি তাই হতে চাই? উড়ন্ত জলভরা মেঘদল,
অরণ্যে চিরহরিৎ বৃক্ষ,
কল্লোলিত ঝর্ণাধারা, স্রোতস্বিনী নদী,
পয়মন্ত শস্যক্ষেত্র, শিশিরভেজা শিউলি
নিদেনপক্ষে সৈঁজুতি।
আর অঙ্গুলিতে পেতে চাই অলৌকিক আলোক।
০২/০৫/২০১৮

বঙ্গবন্ধু

আগস্টের কালো উষ্ণ রাত
ভোর হবার আগে
কালো দাঁড়কাকগুলো
সমস্বরে ডেকে উঠলো।
ধানমন্ডির লেকের পাড় ঘেঁষে
বত্রিশ নম্বর বাড়ি ঘিরে ধরলো
রক্তখেকো নেকড়ের দল।
হে পিতা, তোমার বুক যে
কবিতার মতো বাংলাদেশের হৃদয়।
সেই বুক বুলেটে ঝাঝরা হলো।
বত্রিশ নম্বরের সিঁড়ি বেয়ে
তোমার অমিয় রক্তের ধারা
নেমে এসে মিশে গেলো
ত্রিশ লক্ষ শহীদের
অমল রক্তধারার সাথে,
পবিত্র হলো উর্বর হলো
শুদ্ধ হলো বাংলার মাটি।
হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
তোমার জীবন এক
অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস।
বাঁচবার ক্লান্তি আর হতাশায়
যারা কুঁজো হয়ে যায়
তোমার কথা ভেবে
তারা প্রাণ ফিরে পায়।
যেনো আনন্দকুসুম তুমি।
আমাদের প্রত্যাশা
হে প্রেরণাসঞ্চারী পিতা,
তোমার জীবনী পাঠে
দেশের প্রতিটি মানুষ
আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম
সাহসী, মানবিক আর প্রাগ্রসর হবে।
হে স্বাধীনতার কবি, বিজয়ের কবি
তুমি মিশে আছো বাংলাদেশের
ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে মেঘে মেঘে
নক্ষত্রে অব্যাহত নীলাকাশে
নিঃসীম মহাশূন্যে।
মরণেও চক্ষুস্থান তুমি
সহজেই দেখতে পাও
কালান্তরের অপরাপ অভিষেক।
০৮/০৮/২০১৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

আজও যেনো তুমি ভোর হবার আগেই
রাতের পোষাক গায়ে,
প্রিয় পাইপ হাতে
বত্রিশ নম্বরের সিঁড়ির প্রান্তে এসে দাঁড়াও।
চোখের চশমার প্রতিফলিত হয়
বিশ্বয়কর আলো।
নিকষ কালো নিবিড় অন্ধকার রাতের শেষে
যেমন সোনালী ভোর আসে অবধারিত
তেমনি বাংলাদেশের প্রতিটি সূর্যোদয়ে তুমি জাগরুক রও
জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীতের সাথে।
হে পিতা, তুমিহীন এই লাল সবুজ পাললিক ভাঙা,
প্রজাপতিময় সবুজ উপত্যকা, সুন্দরবন,
বিস্তীর্ণ সোনালী ফসলভরা ভূমি,
নদীময় রূপালী স্বপ্নের মাছ,
অমিত সম্ভাবনার মানব সম্পদে পূর্ণ
সমৃদ্ধ বাংলা কল্পনাভিত।
কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে
বাঙময় সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখা দুটি চোখ
অতন্দ্র প্রহরীর মতো যেনো আজো জেগে রয়।
তোমার বুক জুড়ে ফুটে থাকে থোকা থোকা রক্তজবা,
সেই পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তাক্ত পুষ্পের দিকে চেয়ে
পিতৃহন্তার অপরাধে নত হয়ে আসে
আমাদের দুঃস্বপ্নময় যন্ত্রণাকাতর মাথা।
হে পিতা,
বত্রিশ নম্বরের সিঁড়ি বেয়ে
তোমার পুণ্য রক্তস্রোত
নেমে গেছে ফসলের মাঠ উর্বর করে,
স্বদেশের সবুজ মানচিত্র পরম আদরে সন্নেহে ঢেকে দিয়ে
মধুমতি, মেঘনা, যমুনা, পদ্মারস্রোত বেয়ে বঙ্গোপসাগরে।
হে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি,
তোমায় জাতির পিতা বলে জানি,
নত হয়ে মানি।
তোমার অমল রক্তস্রোত
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান ত্রিশ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার
পুণ্য রক্তধারার সাথে মিশে
সবুজ পতাকার বুক লাল সূর্য আঁকে।
২৮/০৭/২০১৮

জন্মদিনের কাব্য

আজ আমার জন্মদিন।
অর্ধশতাব্দিক বসন্তের পথ পেরিয়ে এলেম।
রাত ১২:০১ মিনিট থেকেই
জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা পাচ্ছি।
ভার্চুয়াল কেক, মোমবাতি, ফুল এমনকি আস্ত হৃদয়ও উপহার পাচ্ছি
মেসেঞ্জার, ফেসবুকে, ভাইবারে
কত শত হাজার মাইল দূরে থাকা পুত্র-কন্যা,
ভাই বোন, বন্ধু পরিজন, ছাত্র-ছাত্রী ও
শুভাকাঙ্ক্ষীর কাছ থেকে।
কথা হয়, দেখা হয়
শুধু স্পর্শের তৃষ্ণায় প্রাণ হাহাকার করে।
আমার গর্ভধারিণী মা
আর আমার কর্তা
আমার জন্মদিন ভুলেই গেছেন।
আমার কি একটু অভিমান হলো ?
নাহ ! মা'র বয়স হয়েছে
তাঁর ফেসবুক নেই।
কর্তার ও বয়স বারছে সাথে ব্যস্ততাও।
এখন জন্মদিন এলে মনে হয়
বয়স বারছে সময় কমছে।
জীবনে শীতল বরফ এর যুগ কি সমাগত!
আজ বাবা আর আমার শাশুড়ি মায়ের
শুভাশিস এর অভাব বোধ করছি।
আমার শাশুড়ি মা বলতেন,
'আজ পায়ের রাঁধো',
নতুন শাড়ি পরো
আজকে কোনো কালো পোশাক পরবে না।"
তিনি মঙ্গলদীপ জ্বলে
ধান-দূর্বা আর উলুধ্বনি দিয়ে আশীর্বাদ করতেন।
কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে বাগানে একটু হাঁটলাম।
মাঘের শেষেও দু-একটি শেফালি ফুল
পিতার আশীর্বাদের মতই
যেনো আমার মাথায় পড়লো।
হান্নাহেনার বনে আবারও
অযুত নিযুত কুঁড়ির সমাহার
মনে করিয়ে দেয়,
'ফুল ঝরে গেলেও কেবলই ফুল ফুটিয়ে যেতে হবে।'
তেজপাতা, দারোচিনি, এলাচ গাছের পাতায় পেলাম
বৃক্ষপ্রেমী পিতার স্নেহের সুবাস।
সকালের চায়ের গরম জলে
এইসব সুগন্ধী পাতার নির্যাস মিশিয়ে তাঁর
স্নেহসিক্ত অভিনন্দন ও ভালোবাসার আশ্বাদ পেলাম যেনো।
আজ কোনো উদ্যাপন নয়,
আজ নিজের জন্য
শুধু নিজের জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে চাই।

কবি ডা, মল্লিকা বিশ্বাস টাঙ্গাইল জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১ অক্টোবর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-ধরণীকান্ত বিশ্বাস। মাতা- বিজলী বিশ্বাস। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে রেডিওলোজি ও ইমেজিং এ পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি পেশায় সোনোলজিস্ট এবং ক্লিনিকাল আলট্রাসোনোগ্রাফির শিক্ষক। ডা, মল্লিকা বিশ্বাস বাংলাদেশ সোসাইটি অফ আলট্রাসোনোগ্রাফি কুমিল্লার সভাপতি। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। হৃদরোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হার্ট কেয়ার ফাউন্ডেশন, কুমিল্লা, বাংলাদেশ এর সহ-সভাপতি। ইনার হুইল ক্লাব অব কুমিল্লার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রোটারি ইন্টারন্যাশনাল থেকে পল হ্যারিস ফেলো (পি-এইচ-এফ) সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি একজন সফল চিকিৎসক হিসেবে 'ছায়ানীড়' এর গুণীজন সম্মাননা পেয়েছেন। তিনি জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, কুমিল্লা জেলা শাখার সভাপতি। তাঁর লেখা রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। দেশ বিদেশের অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছেন। চলার পথের চিরসাথি হলেন কবি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা তৃপ্তীশ চন্দ্র ঘোষ। তিনি দুকন্যা ও এক পুত্র সন্তানের জননী।